তারিখ 26 JAN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

আমাদের সময়

ভুলে ভরা পাঠ্যবই

গ্রি[illegible] ও আদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করে। ৩০ লক্ষ জীবনের বি[illegible] ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা[illegible] প্রত্যাবর্তন [illegible] কবি জসীমউদ্দীন 'বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক কবিতায় বঙ্গবন্ধু [illegible] রহমানের মহান এবং সংগ্রামী জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরেছেন।

কী শিখছে শিশুরা

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে তথ্যবিকৃতি

পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' এবং সপ্তম শ্রেণির 'সপ্তবর্ণা' বইয়ে ভুলের ছড়াছড়ি

এম এইচ রবিন ●

বহু ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নতুন বছরের প্রথম ক্লাসেই পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে। তড়িঘড়ি করে ছাপানো এসব পাঠ্যবইয়ে ভুল তথ্য, নিম্নমানের কাগজ, সেলাই, বাঁধাই আর ঝাপসা ছাপার কারণে বিনামূল্যের বই বিতরণের ইতিবাচক অর্জন সব ম্লান হয়ে গেছে। প্রশ্ন উঠেছে বইয়ের সম্পাদনা ও মুদ্রণের সঙ্গে জড়িতদের দায়িত্ব নিয়ে। নতুন বইয়ে বিভিন্ন তথ্যবিভ্রাটে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নবাণে জর্জর হচ্ছেন শিক্ষকরা। অভিভাবকরাও হচ্ছেন বিব্রত। ১ জানুয়ারি সারা দেশে বই উৎসব করে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে। দুই-আড়াই ঘণ্টার অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করার আগেই শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা বইয়ের মলাট খুলে গেছে অনেকের।

পাঠ্যবইয়ে দেখা গেছে বেশ কিছু মারাত্মক তথ্যবিভ্রাট। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস পালিত হয়। ওইদিন প্রচারিত টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন বলে দেখানো হয়। সংবাদ শোনার সময় সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবদুল্লাহর মনে সন্দেহ হয়। কারণ তার পাঠ্যবইয়ে ১৯৭১ সাল লেখা রয়েছে। তথ্যের গরমিল দেখে আবদুল্লাহ তার মায়ের কাছে জানতে চায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান কারাগার থেকে কত সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন? মায়ের উত্তর ১৯৭২ সাল। সে বই খুলে মায়ের কাছে বলে আমাদের বইতে লেখা আছে ১৯৭১ সাল। তাহলে আমরা প্রশ্নের উত্তর কী লিখব? এমন প্রশ্নের উত্তর তার মায়ের কাছে নেই। তিনি বিষয়টি জানান ছেলের স্কুলের শিক্ষকদের। তারাও সমাধান দিলেন বইয়ে ছাপার ভুল। আমাদের সময়ের কাছে বিষয়টি জানান ওই অভিভাবক। তার তথ্য যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, সপ্তম শ্রেণির বাংলা 'সপ্তবর্ণা' বইয়ের ৮১ নং পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারার ১৪ নং লাইনে উল্লেখ করা হয়েছে '১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেশ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব হাতে নেন।' এই বইয়ে কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'বঙ্গবন্ধু' কবিতার পাঠ-পরিচিতিতে ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই প্যারাতে উল্লেখ করা হয়েছে, "১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে মিথ্যা মামলা জারি করে।" কিন্তু ইতিহাসে 'আগরতলা মামলা' বলা হলেও এখানে 'ষড়যন্ত্র' বলা হয়েছে। এ বিষয়টিও ভুল তথ্যের অভিযোগ উঠেছে।

সপ্তবর্ণা বইয়ের ৭১ নং পৃষ্ঠায় ছাপানো কবি কালিদাস রায়ের 'অপূর্ব প্রতিশোধ' কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। 'পুত্র তোমার হত্যাকারীরে পাইনিকো আজো ঢুঁড়ে/আফসোস তাই জ্বলিছে সদাই তামাম কলিজা জুড়ে/বাঁচিয়া থাকার কথা নয় আর তোমারে হারায়ে বাপ,/কেবল তোমার মুক্তির লাগি সই দুনিয়ার তাপ।'– এভাবে ছাপানো হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় ও এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

ভুলে ভরা পাঠ্যবই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) চতুর্থ লাইনে হবে– 'তার তাজা খুনে ওজু করে আজো নামাজ পড়িনি তাই/আত্মা তোমার ঘুরিছে ধরায় স্বর্গে পাইনি ঠাঁই'।

বইয়ের ৬৮ নং পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে কবি সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটি। কবিতাটির প্রথম লাইন বাদে একটি লাইনও সঠিক সাজানো হয়নি। বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটির প্রথম লাইনের খণ্ডাংশকে পাঠ্যবইয়ে বানানো হয়েছে নবম লাইন। দ্বিতীয় লাইনের শেষ খণ্ডাংশকে করা হয়েছে দশম লাইন। এভাবে আটটি লাইনের গরমিলে কবিতাটিতে হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরি হয়েছে।

সপ্তবর্ণা বইয়ের ৬৪ নং পৃষ্ঠায় ছাপানো কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতার সপ্তম লাইনের পর এক লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে। লাইনটি হবে 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাসমগ্রতে কবিতাটি ছিল ২২টি লাইনে। কিন্তু সপ্তম শ্রেণির বইটিতে ছাপা হয়েছে ২১ লাইন।

সপ্তবর্ণা বইয়ের সংকলন, রচনা ও সম্পাদনায় ছিলেন– অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক শ্যামলী আকবর, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, ড. সরকার আবদুল মান্নান, ড. শোয়াইব জিবরান এবং শামীম জাহান আহসান।

এ ছাড়া ২০১৬ সালের পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ১৯ নং পৃষ্ঠায় বাহাদুর শাহ পার্কের ছবির নিচে ক্যাপশন লেখা হয়েছে– '১৯৪৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা।' যা ভুল তথ্য। সঠিক তথ্য হচ্ছে 'এ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয় ১৯৫৭ সালে। সিপাহি বিদ্রোহের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে।'

একই পৃষ্ঠায় 'আরও কিছু করি' শিরোনামের নিচে দ্বিতীয় প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে "১৯ শতকে এই পার্কের নাম পরিবর্তন করে 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' রাখা হয়।" নাম পরিবর্তনের সময় ভুল তথ্য। সঠিক তথ্য হচ্ছে 'বিশ শতকে পার্কের নাম পরিবর্তন করা হয়'।

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের ৫৫ নং পৃষ্ঠায় 'আরও কিছু করি' শিরোনামের নিচে উল্লেখ করা হয়েছে– ২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল নেপালে সংঘটিত হয় ভূমিকম্প। দিনটি ভুল উপস্থাপন করা হয়েছে। সঠিক হচ্ছে– ২৫ এপ্রিল। পঞ্চম শ্রেণির এই বইয়ের ৯২ নং পৃষ্ঠায় 'জাতিসংঘ' শিরোনামের নিচের প্যারার প্রথম লাইনে লেখা হয়েছে– পৃথিবীতে বাংলাদেশসহ ১৯৫টি দেশ আছে। কিন্তু সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী পৃথিবীতে দেশের সংখ্যা হবে ১৯৬টি।

বইয়ের ৯২ নং পৃষ্ঠায় অধ্যায় ১২-এর ১ নং লাইনে বলা হয়– জাতিসংঘের চারটি প্রশাসনিক শাখার নাম লেখ? আসলে জাতিসংঘের প্রশাসনিক শাখা একটি। আর অঙ্গ সংস্থা রয়েছে ৬টি। ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউএনডিপি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বিশ্বব্যাংক। প্রশ্নের কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইটির রচনা ও সম্পাদনায় ছিলেন– ড. মাহবুবা নাসরীন, ড. আবদুল মালেক, ড. ইশানী চক্রবর্তী এবং ড. সেলিনা আক্তার।

পাঠ্যবইয়ে ভুল তথ্য যাদের কাজের গাফিলতিতে হয়েছে, তা তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। গতকাল নিজ দপ্তরে আমাদের সময়কে তিনি বলেন, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা বইয়ের রচনা ও সম্পাদনা করা হয়। তারপরও কেন ভুল তথ্যসমৃদ্ধ বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছেছে তা তদন্ত করা হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী আমাদের সময়কে জানান, পাঠ্যবইয়ে ভুল ও ত্রুটি দুই-ই ভিন্ন বিষয়। ত্রুটি সেটা কম্পিউটারে কম্পোজের সময়, গ্রাফিক্সে, ছাপাখানায় হতে পারে। কিন্তু ভুল তথ্য থাকলে সেটা অবশ্যই যারা বইয়ের রচনা, সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের ওপরই বর্তায়। প্রতিবেদকের ভুল তথ্যের বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন এই চেয়ারম্যান। ছাপাজনিত কারণে ভুল হলে, দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে জরিমানা করা হবে। ভালো কাজে যেমন পুরস্কৃত করা হয়, মন্দ কাজের জন্য তিরস্কার প্রাপ্য হতে হবে।

এনসিটিবির তথ্যানুযায়ী, নতুন বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য প্রথম বিষয়ভিত্তিক লেখক মনোনয়ন করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে; তার পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা টিম সম্পাদনা করেন; তৃতীয় ধাপে; এনসিটিবি বোর্ডে তা অনুমোদন করা হয়; এরপর ন্যাশনাল কারিকুলাম কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে (এনসিসিসি) পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পর তা ছাপাখানায় পাঠানো হয়। মাধ্যমিক স্তরে এনসিসিসির প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব। প্রাথমিক স্তরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব। এই উচ্চপর্যায়ের সভায় অনুমোদনে বই ছাপা হওয়ার পর আরেকটি মূল্যায়নের মাধ্যমেও বইয়ের তথ্য, ত্রুটি খোঁজা হয়।

যারা পাণ্ডুলিপি রচনা ও সম্পাদনার দায়িত্বে থাকেন তাদের অবহেলার কারণে পাঠ্যবইয়ে এমন ভুল তথ্য ছাপা হয়েছে বলে মনে করেন শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা ভুল ইতিহাস শিখে বড় হবে, এটা হতে পারে না। সঠিক ইতিহাস জানানো আমাদের কর্তব্য। যে ভুলগুলো হয়েছে তা সংশোধন করে অবশ্যই সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণকে জানাতে হবে এনসিটিবিকে।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, এনসিটিবিতে যে সম্পাদনা বোর্ড থাকে তাদের যোগ্যতার অভাব আছে। এসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কীভাবে ভুল হয়। তাদের অবশ্যই শাস্তি হওয়া উচিত।

পাঠ্যবইয়ে ভুল ও ত্রুটির বিষয়ে গতকাল এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ কুমার সরকার আমাদের সময়কে জানান, পাণ্ডুলিপি করার পর বইটির ভুল তথ্য থাকলে সেটা এনসিটিবির দায়িত্বে সংশোধন করার সুযোগ আছে। বইয়ে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়ার জন্য বোর্ডে দক্ষ জনবলের সীমাবদ্ধতার কথা জানান সম্পাদক। ভুল তথ্য সংশোধন করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জানানো হবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীর এক অভিভাবক জানান, বই বিতরণের একদিন পরই বইয়ের কভার খুলে গেছে। চার রঙে ছাপা প্রাথমিকের বইয়ের ছবিগুলো একেবারে ঝাপসা। এগুলো বাচ্চাদের দৃষ্টিভ্রম হয়।

এনসিটিবির তথ্যানুযায়ী, এ বছর প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, এবতেদায়ি, মাধ্যমিক, দাখিল ও কারিগরি বিদ্যালয়ের ৪ কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ শিক্ষার্থীর মধ্যে মোট ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৭২টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।